51

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...21 MAR 1995... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪.....

১৯৯৪ সালের পাবলিক পরীক্ষায় কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে

১৯৯৪ সালে দেশের সর্বপ্রথম এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি এ দু'টি পাবলিক পরীক্ষায় কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষায় দাখিলা ফরম, তথ্য ফরম, উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা পূরণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নম্বরপত্র পূরণসহ টেবুলেশন ইত্যাদি পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার করে দু'টি পরীক্ষায় ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষা পদ্ধতি, কম্পিউটারায়ন সম্পর্কে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের নানা রকম সংশয় থাকা সত্ত্বেও এস,এসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর জনগণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেকটা মেনে নিয়েছিল। কারণ এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে কম্পিউটার কর্তৃপক্ষ অনেকটা সফল হয়েছিল, যা তেমন কোন মারাত্মক ভুল–ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়নি।

কিন্তু এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর যথেষ্টসংখ্যক পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও জনগণ দারুণভাবে হতাশ হয়েছে। কারণ ফলাফল প্রকাশের পর লক্ষ্য করা যায় যে, কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল ছিল স্থগিত। তদুপরি ফলাফলে যথেষ্ট ভুল ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের সংবাদ একাধিকবার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এর ফলে প্রকাশিত ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। অথচ এ দু'টি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডকে বিপুল অংকের টাকা যোগান দিতে হচ্ছে। উপরন্তু, পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণকে থাকতে হচ্ছে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায়।

কম্পিউটার একটি প্রযুক্তিমাত্র। এর নিজস্ব কোন ব্যবহার ক্ষমতা নেই। এর ভুল–ভ্রান্তিও কম্পিউটারের নিজস্ব নয়, বরং যারা কম্পিউটার ব্যবহার করছেন এবং যাদের কাছ থেকে তথ্য কম্পিউটারে আসছে তারাই এ ভুলের জন্য একান্তভাবে দায়ী। অতএব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সতর্ক হলেই ভুল বা ত্রুটিসমূহ দূর করা সম্ভব।

১৯৯৪ সালে এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফলাফলে যে সকল উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বা অসংগতি লক্ষ্য করা যায় তা হলো ঃ

ক) অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিতকরণ।

খ) নম্বরপত্রের মধ্যে অসংগতি (১ম ও ২য় পত্রের নম্বরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান)।

গ) নম্বরপত্রে কোন কোন বিষয়ের নম্বর না থাকা।

ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার্থীদের টেবুলেশন সীট প্রেরণ না করা।

ঙ) অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রেরণের ব্যবস্থা না করা।

চ) পরীক্ষার্থীর যে বিষয় ছিল না অথচ নম্বরপত্রে সেই বিষয়ে নম্বর থাকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত সংগতি বা ত্রুটির বোধগম্য কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) তথ্য ফরম ও উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার পরীক্ষার্থী কর্তৃক বৃত্ত পূরণে ভুল হওয়া।

খ) পরীক্ষক কর্তৃক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রেনম্বর পত্রের বৃত্ত পূরণে ভুল হওয়া।

গ) শিক্ষা বোর্ড থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্র কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণ বিভ্রাট হওয়া।

ঘ) প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের নম্বরের মধ্যে অসংগতি থাকা সত্ত্বেও তা যাচাই না করে ফলাফল তৈরি করা।

ঙ) কম্পিউটার ডিকস ব্যবহারের অসতর্কতা।

চ) অতি তড়িঘড়ি করে ফলাফল প্রকাশ করা।

ছ) কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের অসতর্কতা বা অদক্ষতা।

জ) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ও কম্পিউটার কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগের অভাব বা দ্বৈতপ্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কারণসমূহ দূরীকরণার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তি সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আরও নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির সুপারিশ করছি ঃ

ক) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব কম্পিউটার সংগ্রহ করে পরীক্ষা পদ্ধতি কম্পিউটারায়ন করা।

খ) শিক্ষা বোর্ড অফিসের বাইরে কম্পিউটার সেল প্রতিষ্ঠা করা যা অসম্পূর্ণ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের একক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

গ) উপযুক্ত ও দক্ষ কম্পিউটার কর্মকর্তা/প্রকৌশলী নিয়োগ করা।

ঘ) অসংগতিপূর্ণ নম্বর যাচাই করে ফলাফল চূড়ান্ত করা।

ঙ) প্রয়োজন হলে ৯০ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা বা তড়িঘড়ি করে পরীক্ষার ফল না প্রকাশ করা (অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন করে)।

চ) পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ও নম্বর প্রদানের জন্য আরও বেশি সময় বরাদ্দ করা।

ছ) পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা সঠিকভাবে পূরণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া।

জ) পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পরীক্ষার্থীদের কভার পৃষ্ঠা পূরণে সহায়তা করা বা ইনভেজিলেশন ডিউটি যথাযথভাবে পালন করা।

আশা করি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বিভাগ উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে পাবলিক পরীক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মোঃ মনসুর আলী মিয়া
অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্কুল ও কলেজ, সাভার, ঢাকা।